

সরেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা  
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মে ২৩, ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়  
আইন প্রণয়ন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/২১ মে, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস. আর. ও. নং ১০৪-আইন/২০২৩।—সরকার, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৪৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (রিট্রুটিং এজেন্ট লাইসেন্স ও আচরণ) বিধিমালা, ২০১৯ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(১) বিধি ৪ এর উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(২) সরকার, উপ-বিধি (১) এর অধীন সুপারিশসহ আবেদনপত্র প্রাপ্তির অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত শর্তাধীনে আবেদন মঞ্জুর করিবে, অথবা আবেদন নামঞ্জুর করিবে, যথা :—

(ক) রিট্রুটিং এজেন্টকে আইন ও বিধি অনুযায়ী আচরণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে;

(৫৯৩৩)

মূল্য : টাকা ৮.০০

(খ) লাইসেন্সের প্রত্যেক মেয়াদে রিক্রুটিং এজেন্টকে অনূন ২ (দুই) শত জন কর্মী বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, দৈব দুর্বিপাক, যেমন-মহামারী, অতিমারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে সরকার উক্তরূপ শর্ত শিথিল করিতে পারিবে;

(গ) নারী অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, রিক্রুটিং এজেন্টকে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিতে হইবে; এবং

(ঘ) আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রিক্রুটিং এজেন্টকে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে।”;

(২) বিধি ৮ এর উপ-বিধি (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(২) কোনো রিক্রুটিং এজেন্ট তাহার লাইসেন্স অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবেন না :

তবে শর্ত থাকে যে, স্বত্বাধিকারী বা অংশীদারি কারবার উহার মর্যাদা পরিবর্তন পূর্বক কোম্পানিতে রূপান্তরিত হইলে এবং উহার মূল স্বত্বাধিকারী বা অংশীদারদের অনূন ৫১ (একান্ন) শতাংশ মালিকানা থাকিলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উক্তরূপ পরিবর্তন করা যাইবে।”;

(৩) বিধি ১১ এর উপ-বিধি (৩) এর দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(গ) বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, কারিগরিভাবে দক্ষ ও শারীরিকভাবে যোগ্য কর্মী নির্বাচন করিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে অনূন শতকরা ১০ ভাগ ন্যাশনাল ট্রেনিং এন্ড ভোকেশনাল কোয়ালিফিকেশনস ফ্রেমওয়ার্ক (এনটিভিকিউএফ) বা সমমানের লেভেলধারী কর্মী নির্বাচন করিবেন;” এবং

(৪) তফসিল-১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ তফসিল-১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“তফসিল-১

[বিধি ৩, বিধি ৪ এর উপ-বিধি (৪) ও (৬), বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) ও (২) এবং বিধি ১৪ দ্রষ্টব্য]

লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফি, লাইসেন্স ফি, জামানত, লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি, লাইসেন্স নবায়ন ফি, বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি, ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি (সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভ্যাট/কর ব্যতীত)

ক্রমিক নং	ফি, ইত্যাদির বিবরণ	পরিমাণ (টাকায়)	জমা প্রদানের মাধ্যম
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	লাইসেন্সের জন্য আবেদন ফি	৫ (পাঁচ) হাজার	পে-অর্ডার
২।	লাইসেন্স ফি	৩ (তিন) লক্ষ	পে-অর্ডার
৩।	জামানত	২০ (বিশ) লক্ষ	পে-অর্ডার
৪।	লাইসেন্স নবায়নের আবেদন ফি	৪ (চার) হাজার	পে-অর্ডার
৫।	লাইসেন্স নবায়ন ফি	১ (এক) লক্ষ	পে-অর্ডার
৬।	বিলম্ব জরিমানাসহ লাইসেন্স নবায়ন ফি	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন না করিলে প্রতিদিনের বিলম্বের জন্য ২ (দুই) হাজার টাকা হারে জরিমানা প্রদেয় হইবে, তবে যে কোনো একটি মেয়াদে জরিমানা সর্বোচ্চ ১ (এক) লক্ষ টাকার বেশি হইবে না	পে-অর্ডার
৭।	ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ফি	৫ (পাঁচ) হাজার	পে-অর্ডার

(৫) তফসিল-২ এর ফরম-২ এ উল্লিখিত লাইসেন্সের শর্তাবলির দফা (ক), (খ), (গ), ও (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

“(ক) রিক্রুটিং এজেন্টকে আইন ও বিধি অনুযায়ী আচরণ ও কার্যক্রম পরিচালনা করিতে হইবে;

(খ) লাইসেন্সের প্রত্যেক মেয়াদে রিক্রুটিং এজেন্টকে অন্যান্য ২ (দুই) শত জন কর্মী বিদেশে প্রেরণ করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, দৈব দুর্বিপাক, যেমন-মহামারী, অতিমারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধ-বিগ্রহ বা নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত পরিস্থিতির সৃষ্টি হইলে সরকার উক্তরূপ শর্ত শিথিল করিতে পারিবে;

- (গ) নারী অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে, রিক্রুটিং এজেন্টকে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত নিরাপত্তা জামানত প্রদান করিতে হইবে;
- (ঘ) আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, রিক্রুটিং এজেন্টকে, সরকার কর্তৃক, সময় সময়, আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে; এবং
- (ঙ) এই লাইসেন্স হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।”।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মির্জা শাকিলা দিল হাছিন  
উপসচিব।